গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য অধিদপ্তর

চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

বিষয়: **আমন চাল সংগ্রহ'২০১৯-২০ মৌসুমে চুক্তিযোগ্য বৈধ লাইসেন্সধারী চালকলসমূহের পাক্ষিক ছাঁটাইক্ষমতার তথ্য যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল।**

সূত্র: সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর এর ০১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.১৬৯.১৯-২১৮৯(৮) নং স্মারক।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রেরিত শ্রেণিভিত্তিক চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাইক্ষমতা দৈবচয়নভিত্তিতে যাচাই এর লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের ন্যূনতম ৪(চার)টি চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাইক্ষমতা যাচাই এর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আমি চট্টগ্রাম বিভাগের সংগ্রহবহুল ২টি জেলা যথাক্রমে কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া গত ০৮/১২/২০১৯ খ্রি. ও ০৯/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে পরিদর্শন করি। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

<u>তারিখঃ ০৮/১২/২০১৯ খ্রি. /জেলাঃ কুমিল্লাঃ</u>

০৮/১২/২০১৯ খ্রি. ঢাকা হতে সরকারি গাড়িতে কুমিল্লা গমন করি। চালকলসমূহের ছাঁটাইক্ষমতা নির্ধারণ সংক্রান্ত নথিটি যাচাই করি। অতঃপর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে জেলার ধান সংগ্রহ অগ্রগতি পর্যালোচনা করি। পরিদর্শনকালে "কৃষকের অ্যাপ" এ কৃষক নিবন্ধন, নিবন্ধন অনুমোদন ও ধান সংগ্রহের আবেদন সংখ্যা পর্যালোচনা করি। সদর দক্ষিণ উপজেলায় ১০৯৮ জন নিবন্ধন করেছেন, এসংখ্যা অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক কম। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান যে, স্থানীয় কেবল লাইনে প্রচার, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, মসজিদে ঘোষণা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নিবন্ধন কাজে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত আছে মর্মে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) জানান। কিন্তু এসব প্রচারে কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। কৃষক নিবন্ধন বৃদ্ধির জন্য জামালপুর জেলার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করি। অতঃপর রাইসমিল পরিদর্শন করি। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র. নং	মিলের নাম	পরিদর্শন বিবরণী	মন্তব্য
১	মেসার্স মদিনা এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রোঃ হাজি হারুনুর রশিদ উপজেলা-বুড়িচং, কুমিল্লা।	০৮/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। মিলটিতে বয়লার ও ড্রায়ার থাকায় স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় পারবয়েলিং ও ড্রাইং হয়। মিলিং ইউনিটের শেলার ও পলিশারের ক্ষমতা ৮ মে.টন/ঘন্টা। ৪৮০ চ্যানেল বিশিষ্ট কালার সর্টার এর ক্ষমতা ৮ মে.টন/ঘন্টা। কমিটি কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত আউটপুট ৫.৯৭০ মে.টন/ঘন্টা বিবেচনায় পাক্ষিক ৮ ঘন্টা হিসেবে সর্বনিম্ন ছাঁটাই ক্ষমতা ৬২০.৮৮০ মে.টন ধরা হয়েছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ৬২০.৮৮০ মে.টন সঠিক আছে।
২	মেসার্স হাজী অটো রাইস মিল উপজেলা-বুড়িচং, কুমিল্লা	০৮/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। মিলটিতে বয়লার ও ড্রায়ার থাকায় স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় পারবয়েলিং ও ড্রাইং হয়। মিলিং ইউনিটের শেলার ও প্রতিটি পলিশারের ক্ষমতা ৫ মে.টন/ঘন্টা। ২২০ চ্যানেল বিশিষ্ট কালার সর্টার এর ক্ষমতা ৫ মে.টন/ঘন্টা। কমিটি কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত আউটপুট ৩.৯০০ মে.টন/ঘন্টা বিবেচনায় পাক্ষিক ৮ ঘন্টা হিসেবে সর্বনিম্ন ছাঁটাই ক্ষমতা ৪০৫.৬০০ মে.টন ধরা হয়েছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ৪০৫.৬০০ মে.টন সঠিক আছে।

৩	মেসার্স জাপান বাংলা এগ্রো অটো রাইস মিল, বুড়িচং, কুমিল্লা	০৮/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। মিলটিতে বয়লার ও ড্রায়ার থাকায় স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় পারবয়েলিং ও ড্রাইং হয়। মিলিং ইউনিটের শেলার ও প্রতিটি পলিশারের ক্ষমতা ৮ মে.টন/ঘন্টা। ৩৮৪ চ্যানেল বিশিষ্ট কালার সর্টার এর ক্ষমতা কমিটি কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত আউটপুট ৪.৩৮০ মে.টন/ঘন্টা বিবেচনায় পাক্ষিক ৮ ঘন্টা হিসেবে সর্বনিম্ন ছাঁটাই ক্ষমতা ৪৫৫.৫২০ মে.টন ধরা হয়েছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ৪৫৫.৫২০ মে.টন সঠিক আছে।
৪	মেসার্স এস আলম কর্পোঃ অটো রাইস মিল প্রোঃ মোঃ শাহ আলম, উপজেলা- আদর্শ সদর, কুমিল্লা	০৮/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। মিলটিতে বয়লার ও ড্রায়ার থাকায় স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় পারবয়েলিং ও ড্রাইং হয়। মিলিং ইউনিটের শেলার ও প্রতিটি পলিশারের ক্ষমতা ৮ মে.টন/ঘন্টা। ১৯২ চ্যানেল বিশিষ্ট কালার সর্টার এর ক্ষমতা ৮ মে.টন/ঘন্টা। কমিটি কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত আউটপুট ৫.৯৭০ মে.টন/ঘন্টা বিবেচনায় পাক্ষিক ৮ ঘন্টা হিসেবে সর্বনিম্ন ছাঁটাই ক্ষমতা ৬২০.৮৮০ মে.টন ধরা হয়েছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ৬২০.৮৮০ মে.টন সঠিক আছে।

তারিখঃ ০৯/১২/২০১৯ খ্রি. /জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

০৯/১২/২০১৯ খ্রি. সরকারি গাড়িতে কুমিল্লা হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গমন করি। চালকলসমূহের ছাঁটাইক্ষমতা নির্ধারণ সংক্রান্ত নথিটি যাচাই করি। অতঃপর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে জেলার ধান সংগ্রহ অগ্রগতি পর্যালোচনা করি। পরিদর্শনকালে “কৃষকের অ্যাপ” এ কৃষক নিবন্ধন, নিবন্ধন অনুমোদন ও ধান সংগ্রহের আবেদন সংখ্যা পর্যালোচনা করি। সদর উপজেলায় ১৬৮৬ জন নিবন্ধন করেছেন, এর মধ্যে ১০৬৪ জনের নিবন্ধন অনুমোদন করা হয়েছে ও ১৪৭ জন ধান সংগ্রহের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। কৃষক নিবন্ধন বৃদ্ধির জন্য জামালপুর জেলার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করি। অতঃপর রাইসমিল পরিদর্শন করি। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র. নং	মিলের নাম	পরিদর্শন বিবরণী	মন্তব্য
১	মেসার্স নুরজাহান এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রোঃ আলহাজ জহিরুল ইসলাম উপজেলা- আশুগঞ্জ	০৯/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। মিলটিতে বয়লার ও ড্রায়ার থাকায় স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় পারবয়েলিং ও ড্রাইং হয়। মিলিং ইউনিটের শেলার ও প্রতিটি পলিশারের ক্ষমতা ১৮ মে.টন/ঘন্টা। কালার সর্টার এর ক্ষমতা ১৮ মে.টন/ঘন্টা। কমিটি কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত আউটপুট ১৫.৬৬০ মে.টন/ঘন্টা বিবেচনায় পাক্ষিক ৮ ঘন্টা হিসেবে সর্বনিম্ন ছাঁটাই ক্ষমতা ১৬২৮.০০০ মে.টন ধরা হয়েছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ১৬২৮.০০০ মে.টন। মিলটির ছাঁটাই ক্ষমতা পুনরায় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
২	মেসার্স এম. বি. এগ্রো ফুড ড্রায়ার মিল ইউনিট-২ প্রোঃ মোবারক হোসেন, উপজেলা- আশুগঞ্জ	০৯/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। মিলটিতে বয়লার ও ড্রায়ার থাকায় স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় পারবয়েলিং ও ড্রাইং হয়। মিলিং ইউনিটে ২টি শেলার ২৪ মে.টন/ঘন্ট ও পলিশারের ক্ষমতা ২৪ মে.টন/ঘন্টা। ৬৪০ চ্যানেল বিশিষ্ট কালার সর্টার এর ক্ষমতা ২০ মে.টন/ঘন্টা। কমিটি কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত আউটপুট ২০ মে.টন/ঘন্টা বিবেচনায় পাক্ষিক ৮ ঘন্টা হিসেবে সর্বনিম্ন ছাঁটাই ক্ষমতা ২০৮০. মে.টন ধরা হয়েছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ২০৮০ মে.টন। মিলটির ছাঁটাই ক্ষমতা পুনরায় পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৩	মেসার্স আলম ব্রাদার্স অটোমেটিক রাইস মিল প্রোঃ শাহ আলম, উপজেলা আশুগঞ্জ	০৯/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। মিলটিতে বয়লার ও ড্রায়ার থাকায় স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় পারবয়েলিং ও ড্রাইং হয়। মিলিং ইউনিটের শেলারের ক্ষমতা ২৪ মে.টন/ঘন্ট ও প্রতিটি পলিশারের ক্ষমতা ১২ মে.টন/ঘন্টা। কালার সর্টার এর ক্ষমতা ১২ মে.টন/ঘন্টা। কমিটি কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত আউটপুট ১১.৮৮০ মে.টন/ঘন্টা বিবেচনায় পাক্ষিক ৮ ঘন্টা হিসেবে সর্বনিম্ন ছাঁটাই ক্ষমতা ১২৩৫ মে.টন ধরা হয়েছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ১২৩৫ মে.টন। মিলটির ছাঁটাই ক্ষমতা পুনরায় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
৪	মে/ জমিলা খাতুন রাইস মিল, প্রোঃ মোঃ মাহতাব উদ্দিন খড়িয়ালা, আশুগঞ্জ	০৯/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। চাতাল, স্টিপিং হাউজ, গুদাম ঘর ও ছাঁটাই ক্ষমতারভিত্তিতে মটরের অশ্বশক্তি ১৩০ বিবেচনায় সর্বনিম্ন পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ১২১.৪৩৬ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সঠিক আছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ১২১.৪৩৬ মে.টন সঠিক আছে।
৫	মেসার্স সুন্দরবন রাইস মিল প্রোঃ লিয়াকত আলী কছির আশুগঞ্জ	০৯/১২/২০১৯ খ্রি. মিলটি পরিদর্শন করি। এটি একটি আতপ চালের মিল। পরিদর্শনকালে মিলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। চাতাল, গুদাম ঘর ও মটরের অশ্বশক্তি বিবেচনায় চাতালে ছাঁটাইক্ষমতা সর্বনিম্ন বিধায় পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ১৩০.১৩০ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সঠিক আছে।	পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা ১৩০.১৩০ মে.টন সঠিক আছে।

১৭-১২-২০১৯
আব্দুল্লাহ আল মামুন
পরিচালক

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৯৭৯

তারিখ: ২ পৌষ ১৪২৬
১৭ ডিসেম্বর ২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতির জন্য

১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর

২) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

৩) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা

৪) সকল পরিচালক ও অন্যান্য অফিস প্রধান

১৭-১২-২০১৯
আব্দুল্লাহ আল মামুন
পরিচালক